দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

পুরো ঢাবি এলাকাকে সিসিটিভির আওতায় আনা হচ্ছে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম সুজন ॥ ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও নিয়মিত মনিটরিংয়ের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকাকে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার (সিসিটিভি) আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হল পর্যায়ে ইতোমধ্যে এই কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস ও হল অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসে এই ক্যাম্পাসে লোকসমাগম বৃদ্ধি পায়। তাই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়। এবারের পহেলা বৈশাখে টিএসসি এলাকায় নারীদের উপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। যা সিসিটিভির ফুটেজ দেখে নিশ্চত করা হয়। এই টিভির ফুটেজ দেখে জড়িত সন্দেহে আটজনের ছবির তালিকা দিয়েছে ডিএমপি। এরপর থেকেই পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে

ছাত্রাবাস পর্যায়ে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে

সিসিটিভির আওতায় আনার বিষয়টি সবার নজরে আসে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিএনপির লাগাতার হরতাল-অবরোধের কর্মসূচীর সময় বিচ্ছিন্ন ককটেলের

(৪ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

পুরো ঢাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিস্ফোরণ ও পেট্রোলবোমা নিয়ে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা উঠে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাধ্যক্ষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি বৈঠকে ক্যাম্পাসে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

এই মিটিংয়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগে প্রস্তাব করা হয়। বৈঠকে আলোচনার পর দুইভাগে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ আসে। ক্যাম্পাসের হল ও আবাসিক এলাকা এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনকে এই উদ্যোগের আওতায় এনে বাস্তবায়ন করা। হলগুলোকে তাদের নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে, যার দেখভাল করবেন হল প্রশাসন। ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি), ভিসি চত্বর, কলা ভবন, কার্জন হল, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসহ ক্যাম্পাসের প্রতিটি প্রবেশপথ ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সিসিটিভি বসানো হবে। যা প্রক্টরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মনিটরিং করা হবে। কয়েকটি হলে এখন এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী এ বিষয়ে জনকণ্ঠকে বলেন, পুরো ক্যাম্পাসকে সিসিটিভির আওতায় আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। হলগুলোতে সিসিটিভি স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে আর্থিক সমস্যার কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে এই কাজ তেমন অগ্রসর হয়নি।

তিনি আরও বলেন, ক্যাম্পাসের যেসব জায়গাগুলোকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে হিসাব অনুযায়ী মোট ১০৮ থেকে ১১৬টির মতো সিসিটিভি দিয়েই প্রয়োজনীয় মনিটরিং নিশ্চিত করা যাবে। এতে প্রয়োজন হবে আনুমানিক এক কোটি টাকা। সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিংয়ের খরচের ব্যাপারে ইতোমধ্যে দুটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) পরিচালিত 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকেপ)-এর মাধ্যমে ঢাবি